ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

উপদেষ্টা
শাহ আবদুল হান্নান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

নির্বাহী সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

সহকারী সম্পাদক
শহীদুল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
প্রফেসর ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪২

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : এপ্রিল - জুন : ২০১৫

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web : www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়.....৪

ইসলামী অর্থনীতিতে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্.....৭
মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ্ খন্দকার

নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদ : একটি ফিক্‌হী পর্যালোচনা.....৪১
মুহাম্মদ জুনাইদুল ইসলাম

শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচার ৬১
ড. মুহাঃ মিজানুর রহমান

ইসলামের আলোকে ইন্টারনেটের অপব্যবহারের কুফল ও তা থেকে বাঁচার উপায় ৮৯
মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম

পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধের কারণ ও প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ ১০৯
মুহাম্মদ আজিজুর রহমান

ইসলামী আইনে জীবজন্তুর অধিকার ১৩৩
মুহাম্মদ আতিকুর রহমান

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

যে কোন কাজের ক্ষেত্রেই চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ সাধারণত সেই কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে চান। কারণ বিবেকবান লোকজন অর্থহীন কোন কাজে সময়, শ্রম ও মেধা ব্যয়কে অপচয় মনে করেন। আল-কুরআনুল কারীমের অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা এই বিশ্বজগৎ ও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়েছেন। বিশেষ করে এই ভূমণ্ডলে মানুষকে কেন প্রেরণ করা হয়েছে, এখানে মানুষের করণীয় এবং বর্জনীয় কী এসবই আল-কুরআনুল কারীমে বিবৃত হয়েছে।

মানুষ সব কাজের ক্ষেত্রেই একটি উদ্দেশ্য অর্জন করতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করে কর্মসূচি প্রণয়ন করতে চেষ্টা করে। বিশেষ করে প্রজ্ঞাবান মানুষ মাত্রই কাজ শুরুর আগে সেটি সম্পর্কে পর্যাপ্ত চিন্তা-ভাবনা ও লক্ষ্য নির্ধারণ করাকে জরুরী মনে করেন। আধুনিক যুগে এটি শিক্ষিত ব্যক্তিদের একটি অনুসৃত রীতি এবং শিক্ষাজগৎটাকেও এভাবেই সাজাতে চেষ্টা করা হয়, তাই বলা যায় মাকাসিদ তথা উদ্দেশ্য নির্ধারণ সকল কাজেরই অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা বর্তমানে ইসলামী চিন্তাজগতের একটি অপরিহার্য অংশ। ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার-এর চলতি সংখ্যায় তাই "ইসলামী অর্থনীতিতে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ" শীর্ষক প্রবন্ধকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ প্রবন্ধের ভূমিকায় প্রবন্ধকার লিখেছেন, "মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্ ইসলামী আইন-দর্শনের সঙ্গে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এটি ইসলামী আইনের একটি সম্পূরক উৎসও। সময়ের আবর্তনে মানুষের জীবনে নানাবিধ নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন করতে হয়। এ নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শরী'আহ্‌র লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে মানদণ্ড বিবেচনা করা হয়। এ ছাড়া আইনটি কেন প্রণয়ন করা হচ্ছে, এর উদ্দেশ্য কী, আইনটি দিয়ে মানুষের কী কল্যাণ সাধিত হবে ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনায় আনা হয়। একইভাবে উক্ত আইনটির ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্‌তে যে সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে তার উদ্দেশ্যও বিবেচনা করা হয়। তাই বলা যায়, যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইসলামী শরী'আহ্‌র বিধিবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলোকে নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করাই মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্‌র মূল আলোচ্য বিষয়।"

মূল পাঁচটি বিষয়কে কেন্দ্র করে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্‌কে শাস্ত্র হিসেবে বিকশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পাঁচটি জিনিস হলো ১. মানুষের বিশ্বাস তথা ঈমানের সুরক্ষা, ২. জীবনের সুরক্ষা, ৩. বিবেক তথা বুদ্ধি ও চিন্তার সুরক্ষা, ৪. বংশধারার সুরক্ষা, ৫. সম্পদের সুরক্ষা। উল্লেখিত পাঁচটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সামগ্রিক উদ্দেশ্যের গুরুত্ব, অপরিহার্যতা ও প্রভাব বিবেচনা করে সবগুলোর তিনটি পর্যায় নির্ধারণ করা হয়েছে। পর্যায় তিনটি হলো, ১. জরুরিয়্যাত (অপরিহার্য), ২. হাজিয়্যাত (প্রয়োজনীয়), ৩. তাহসিনিয়্যাত (সৌন্দর্যবর্ধক)।

বস্তুত মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্-এর শ্লোগান হচ্ছে, মানুষের ক্ষতি হ্রাস করে কল্যাণ বৃদ্ধি করা। বিশ্ব মানবতার ক্ষতি হ্রাস করে কল্যাণ বৃদ্ধি করার কতগুলো মূলনীতি বিবৃত হয়েছে এই শাস্ত্রে। যেগুলো অনুসৃত হলে এবং এগুলোর আলোকে সমাজ, রাষ্ট্র, আইন ও বিচার, অর্থনীতি তথা সামগ্রিক জীবনব্যবস্থাকে ঢেলে সাজালে সত্যিকার কল্যাণমূলক সমাজ গঠন করা সম্ভব। "ইসলামী অর্থনীতিতে মাকাসিদ আশ-শরী'আহ্" শীর্ষক প্রবন্ধে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি পাঠকবর্গ এ থেকে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারবেন।

কিছু বিষয় থাকে স্থান-কাল-পাত্রভেদে সেগুলোর অবস্থায় তারতম্য ঘটে থাকে। কিছু বিষয় আল-কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগেও সুনির্দিষ্টভাবে সেগুলোর সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়নি, যাতে পরিস্থিতি ও অবস্থার প্রেক্ষিতে বিবেকবান মানুষ সেগুলোর ব্যাপারে তাদের সুবিবেচনায় কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারে। নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া স্বামীর স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকা না থাকা বিষয়ক সমস্যাটিও এমন একটি অনির্দিষ্ট বিষয়। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও এ বিষয়টিতে মতপার্থক্য ছিল। সমস্যাটির পরিমাণ বর্তমানে যথেষ্ট বেড়েছে। তাই এ বিষয়ে একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে আসার লক্ষ্যে "নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ : একটি ফিক্‌হী পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে বিষয়টির ফিক্‌হী দিক তোলে ধরা হয়েছে। আইনপ্রণেতাগণ যদি ফিক্‌হের আলোকে সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সংস্কারের পদক্ষেপ নেন তাহলে এ ধরনের বিপদগ্রস্ত মহিলা ও সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগীরা উপকৃত হবে।

মানবেতিহাসে রাসূলুল্লাহ স. শুধু শান্তির বার্তাবাহকই নন। তিনি দেখিয়ে গেছেন বিশৃঙ্খল একটি সমাজকে কিভাবে শান্তিময় ও সুশৃঙ্খল সমাজে পরিণত করতে হয়। মানুষের মধ্যে সাম্য-মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠার রাসূলুল্লাহ স.-এর অনুসৃত রীতি ও কৌশল বিবৃত হয়েছে, "শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচার" শীর্ষক প্রবন্ধে। নিঃসন্দেহে এটি একটি সময়োচিত আলোচনা। যা থেকে পাঠকগণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন।

ইন্টারনেট আধুনিক সভ্যতায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। কিন্তু এর নেতিবাচক ব্যবহার মুসলিম অভিভাবক ও সমাজবিদদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। ব্যক্তিগতভাবে এবং একান্ত অবস্থায় মানুষ যেসব কর্মকাণ্ড করে সেই অবস্থাতেও তাকে অপরাধকর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে একমাত্র তার উন্নত ও দৃঢ় নৈতিকতা তথা আল্লাহভীতি। যেখানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারী নেই বা থাকে না সেখানে মানুষকে মন্দকাজ থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্যে আল্লাহভীতি ছাড়া আর কোন কার্যকর হাতিয়ার নেই, এটি পরীক্ষিত ও প্রমাণিত। "ইসলামের আলোকে ইন্টারনেটের অপব্যবহারের কুফল ও তা থেকে বাঁচার উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধটি থেকে এ সম্পর্কে যথার্থ দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে।

"পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধের কারণ ও প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ" শীর্ষক প্রবন্ধেও কিছু মূল্যবান দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যেগুলো অনুসরণ করলে পারিবারিক অপরাধের প্রতিকার সম্ভব।

মানুষের জন্যেই জীবজন্তু। অন্যান্য প্রাণীকুলের স্বাভাবিক বেঁচে থাকা এবং বহাল থাকার মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত। কিন্তু এদিকটি বর্তমান যুগের মানুষ ভুলতে বসেছে। ইসলাম বহু পূর্বেই এদের অধিকার সম্পর্কে মানুষকে যত্নবান হতে নির্দেশ দিয়েছে। "ইসলামী আইনে জীবজন্তুর অধিকার" শীর্ষক প্রবন্ধে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে এ বিষয়গুলো তোলে ধরা হয়েছে। যা বর্তমান সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

বস্তুত বর্তমান সংখ্যায় যে ছয়টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে বিষয়-বৈচিত্রের দিক থেকে সবগুলোতেই রয়েছে উপকারী তথ্য-উপাত্ত। আশা করি এ সংখ্যাটিও সম্মানিত গবেষক ও পাঠক মহলে আদৃত হবে। পবিত্র রমাযানের এই মোবারক দিনে আমরা আমাদের সকল ত্রুটি ও বিচ্যুতির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত প্রার্থনা করছি; সেই সাথে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করছি। মহান আল্লাহ তাঁর অফুরন্ত রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের বারিধারায় আমাদের স্নাত করুন। আমীন।

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ